তথ্য কমিশন

নিউজ লেটার

ঢাকা ॥ প্রথম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ মার্চ ২০১৪

তথ্য অধিকার আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক
তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন-৩
তথ্য কমিশনের ৩ মাসের কার্যক্রম
জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন
তথ্য অধিকারের গান
তথ্য কমিশন সংবাদ

স্বাধীনতা
দিবস সংখ্যা

আমাদের কথা

স্বাধীনতা দিবস এবং তথ্য অধিকার আইন

স্বাধীনতা আমাদের অহংকার। প্রতিটি জাতিরই একটা করে স্বাধীনতা অথবা বিজয় দিবস থাকে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশে একই সাথে "স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবস রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এজন্যও আমরা গর্বিত।

স্বাধীনতা দিবসের আনন্দঘন মুহূর্তে তথ্য কমিশনের ৩য় সংখ্যা বুলেটিন যথাসময়ে বের করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এ গৌরবোজ্জ্বল দিনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণের সূত্র ধরে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামসহ মুক্তিযুদ্ধে জড়িত বীরদের এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে তথ্য কমিশন জানাচ্ছে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আর মহান আল্লাহর নিকট আমরা বীর শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

তথ্য অধিকার আইনের সৃষ্টিই হয়েছে দেশ থেকে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি দূর করে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ একটি দেশগঠনের লক্ষ্যে। তাই তথ্য কমিশন চেষ্টা করে যাচ্ছে সবার সহযোগিতায় জনগণের অবাধ তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে এ দেশের সাধারণ জনগণের। এ আইনের মূল স্পিরিট-ই হচ্ছে, সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক ও সেবাগ্রহীতা আর কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন তাদের সেবক।

সুতরাং আসুন, আমরা তথ্য গোপনের সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করি।

তথ্য অধিকার আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

১। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তথ্য কমিশন-আধাবিচারিক ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র কমিশন। বিচারিক ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত।

২। তথ্য অধিকার আইনে ০১/০৭/২০০৯ তারিখের পর বিদ্যমান ও নবসৃষ্ট প্রতিটি দপ্তরে ৬০ দিনের মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যেই তার নাম-পদবী, ই-মেইল ঠিকানা, ফ্যাক্স (যদি থাকে) তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।

৪। তথ্য অধিকার আইন মেনে চলুন। তথ্য না দিলে অথবা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদানের জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই (ডিও) দায়ী হবেন।

৫। তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা কালক্ষেপনের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন দৈনিক ৫০ টাকা হারে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ছাড়াও দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালুর নির্দেশ দিতে পারে।

৬। ১৯২৩ সালের সরকারি গোপন আইনের ওপর তথ্য অধিকার আইনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাই এখন তথ্য গোপন করলেই বরং শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

৭। বাংলাদেশের নাগরিক কোন দপ্তরের তথ্য জানতে চাইলে, ২০ কার্যদিবসের মধ্যেই তা সরবরাহ করতে হবে। ভিজিট করুন- www.infocom.gov.bd

৮। তথ্যপ্রদানে আইনগত অপারগতা থাকলে আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসেই তথ্যপ্রার্থীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৯। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র এবং আপীল আবেদন গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) অস্বীকৃতি জানালে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্যপ্রদান করলে পুনরায় কমিশনে সরাসরি অভিযোগ করার বিধান আছে।

১১। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.infocom.gov.bd, www.facebook.com/infocombd

তথ্য অধিকারের গান

তথ্যাধিকার (তথ্য অধিকার) আইন করেছে দেশেরই সরকার,
সব বাঁধা যে দূর হয়েছে, তথ্যটা জানার (২)

দুর্নীতি নয় স্বচ্ছতা চাই
গোপননীতি যাই ভুলে যাই
জবাবদিহীর দিন এসেছে, কেউ পাবে না পার।
তথ্যাধিকার------------তথ্যটা জানার॥

প্রশাসনের তথ্য জানা
এখনতো ভাই নাইরে মানা
তথ্যাধিকার আইনে আছে বিজয় জনতার।
তথ্যাধিকার------------তথ্যটা জানার॥

জনগণের টাকায় চলে দেশের প্রশাসন
সব ক্ষমতার মালিক তো ভাই আমরা জনগণ (২)
তথ্য আইনে সেই ক্ষমতাই দিয়াছে সরকার।
তথ্যাধিকার-----------তথ্যটা জানার॥

দুর্নীতি হয় প্রশাসনে
দেশটা পেছায় ক্ষণে ক্ষণে (২)
এসব কিছু রুখতে হলে, আইনটা যে দরকার
তথ্যাধিকার----------তথ্যটা জানার॥

(গীতিকারঃ শাহ্ আলম বাদশা)

তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন-৩

মোহাম্মদ ফারুক

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২২/১২/২০১৩ তারিখে এমআরডিআই কর্তৃক আরটিআইভিত্তিক প্রকল্প রিভিউ সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার (ডানে)

তথ্যই শক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে যে জাতি যত তথ্যসমৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আজ তাই চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূলতঃ জনগণের ক্ষমতায়নের জন্যই তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবাধে তথ্য পাবার অধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে। এ আইনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এটি জনগণের আইন-জনগণকে ক্ষমতায়নের আইন। অর্থাৎ একমাত্র জনগণই এ আইনটি দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন। ফলে সাধারণ জনগণ এখন নিজেদের ক্ষমতাবান বলে মনে করতে শুরু করেছেন। আর জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং তথ্যের অবাধপ্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রায়োগিক দিকগুলো সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য কমিশন সারাদেশে জোর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে বাংলাদেশের কোন নাগরিক বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তথ্য জানতে পারছেন। জনগনের তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে সারাদেশে এ পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মোট ১৯,০১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) নির্ধারণের ব্যবস্থাগ্রহণপূর্বক কমিশনের ওয়েবপোর্টালে সংযুক্ত করা হয়েছে। আরো বেশি সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ ও জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিতভাবে পত্রপ্রদান অব্যাহত রয়েছে।

১৬/১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সাব-এডিটরদের প্রশিক্ষণের একাংশ

আসলে যতবেশি সংখ্যক মানুষ আইনটি সম্পর্কে জানতে পারবে তত তাড়াতাড়ি আইনটির প্রসার ঘটবে। আর আইনটির প্রসারের সাথে সাথে মানুষ তা প্রয়োগের মাধ্যমে ততবেশি সুবিধাও ভোগ করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে কমিশন আইনটি সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ পর্যন্ত ৬৩টি জেলা ও ১৮টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণসভা করেছে। এছাড়াও এই আইনের প্রসার ও প্রয়োগের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৬ জেলা ও ৩১ উপজেলায় সর্বমোট ১০,৭৮৬ জনকে তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তরুণইরাই আগামী দিনের অগ্রদূত। তাই তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য ২০১৩ সাল থেকে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আইনটি সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠদানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া স্বল্পসময়ে কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক এ আইনটির ব্যাপক প্রচারের ফলে এযাবৎ তথ্যবঞ্চিতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ৫৩৭টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩৪টি অভিযোগ ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিও করা হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে আইনটির ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে কমিশন এবছর (২০১৪) থেকেই ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যেমন ঃ

১। কমিশন মনে করে, প্রো-এ্যাকটিভ ডিসক্লোজারের মাধ্যমে সর্বাধিক তথ্যসরবরাহ করা সম্ভব। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কমিশন প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং তথ্যপ্রদানকারী ইউনিট কর্তৃক প্রো-এ্যাকটিভ ডিসক্লোজারের মাধ্যমে তথ্যসরবরাহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। কারণ যতবেশি স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ করা যাবে, মানুষের অভিযোগের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে। ফলে দুর্নীতিহ্রাস পাবে, থাকবে জবাবদিহিতার ভয় এবং সরকারি দপ্তরসমূহের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

২। তথ্য কমিশন, তথ্য অধিকার আইনটি প্রয়োগের লক্ষ্যে জনঅবহিতকরণসভা অনুষ্ঠান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং এই কর্মসূচিকে আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কমিশন অনবরত কাজ করে যাচ্ছে।

৩। যেহেতু তথ্য অধিকার আইনটি নতুন, সেহেতু কমিশন আইনটি জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, পোস্টার, বিলবোর্ড, স্টিকার, টকশো, রেডিও-টিভিতে আলোচনা, ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মাণ, পুস্তিকা, নিউজলেটার প্রকাশনা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কমিশন সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে আইনটি তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮ সেপ্টেম্বর 'তথ্য অধিকার দিবস' পালন ছাড়াও র‍্যালি, তথ্যচিত্র, তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র, ফিল্ম, টিভি-বেতার নাটিকা নির্মাণ, সরকারী বেতার, এফএম ও কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে প্রচারণার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল টিভিক্লিপের মাধ্যমে এবং মোবাইলফোন অপারেটর তথ্য অধিকার আইনসম্বলিত শ্লোগান ও বার্তা প্রচার করে আসছে।

৪। তথ্য অধিকার আইনটি মূলতঃ জনগণের আইন। এ আইনটি জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং সচেতন নাগরিকবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তথ্য কমিশন একান্তভাবে বিশ্বাস করে, জনগণ যখন তাদের ক্ষমতায়নের এই 'আইন' যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে শিখবে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে

যাবে। ফলে দেশ থেকে দুর্নীতি দূরীভূত হবে। দেশে বিরাজ করবে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বস্তি। দেশের সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে তা আশা করা যায়। (চলবে)

[লেখক-প্রধান তথ্য কমিশনার]

তথ্য কমিশনের ৩ মাসের কার্যক্রম

মোঃ ফরহাদ হোসেন

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ডিসেম্বর-২০১৩, জানুয়ারী-২০১৪ এবং ফেব্রুয়ারী-২০১৪ এ তিনমাসে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

উল্লেখিত তিনমাসে তথ্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে ৭ ব্যাচে মোট ২৯৪ জন সাব-এডিটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৯/০১/২০১৪ তারিখে সাব এডিটরদের প্রশিক্ষনের একাংশ

এসময় পিআইবি'র সহায়তায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ৬০জন জেলা প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে নবম-দশমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১ম ব্যাচে ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কুমিল্লাজেলাকে মডেল জেলা বিবেচনায় ১৬টি উপজেলার ৮৭৯ জন সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক এবং ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩০/১২/২০১৩ তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষনের একাংশ

এ সময় ফেনীজেলার তিনটি উপজেলায় ১৯৪ জন, হবিগঞ্জ জেলার ১৪৯ জন, সিলেট সদর উপজেলার ১২৮ জন, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ৩১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গত ২৩-০২-২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা সদরে জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।

২৩-০২-২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ জেলাসদরে জনঅবহিতকরণসভার একাংশ

এছাড়া ০৬-০২-২০১৪ তারিখে দূর্নীতিদমন কমিশন, সিএজি অফিস ও তথ্য কমিশনের কাজে সমন্বয়সাধনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০৬/০২/২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশন, দূর্নীতিদমন কমিশন ও সিএজি অফিসের সমন্বয়সভা

০৭-০২-২০১৪ তারিখে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উদ্যোগে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ১২ টি জেলার ১৮০ জনের সমন্বয়ে একদিনের একটি মানবাধিকার সম্মেলন করা হয়েছে।

০৭-০২-২০১৪ তারিখে মানিকগঞ্জে মানবাধিকার সম্মেলনে প্রধানতথ্য কমিশনার বক্তৃতা করছেন।

বিগত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে যশোর জেলার ৬টি উপজেলার মোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে এমআরডিআই নামক একটি বেসরকারী সংস্থা।

একইভাবে ২৭-০২-২০১৪ তারিখে খুলনায় একটি কর্মশালা করা হয়। এ কর্মশালা আয়োজনে সহায়তা প্রদান করে এমআরডিআই। এসময়ে বিপিএটিসি, বিয়াম, নিপোর্টসসহ বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞাতার্থে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে একটি করে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।

গত ২০-০২-২০১৪ তারিখে এফএনএফ এর সহায়তায় ২৩ জন অনলাইন পত্রিকার সাংবাদিককে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০-০২-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ জন অনলাইন সাংবাদিক প্রশিক্ষণের একাংশ

আলোচ্য তিনমাসে তথ্য কমিশন বিচারিক কার্যক্রম হিসেবে ৪ দিনে ৩০টি অভিযোগের শুনানীশেষে ২২টি অভিযোগ চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি করেছে।

০৩-০৩-২০১৪ তারিখে বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

এছাড়া বিগত ১২-০২-২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সমন্বয়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক একটি সেমিনার করা হয়েছে।

১২-০২-২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সেমিনার

আইনের বাস্তবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন অনুরূপ প্রক্রিয়ার অংশ। তথ্য অধিকার আইনের মূল বক্তব্য হচ্ছে "জনগণের তথ্যলাভের অধিকার আছে এবং কর্তৃপক্ষ তথ্যসরবরাহ করতে বাধ্য"। কাজেই জনগণ তাদের তথ্য অধিকারসম্পর্কে সচেতন হলে এবং কর্তৃপক্ষ আইনগত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হলে তথ্য অধিকার আইন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তথ্য কমিশন তার আইনগত ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে।

পবা উপজেলাপ্রশাসন কর্তৃক স্বপ্রণোদিততথ্যপ্রকাশের দৃষ্টান্ত

জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনে প্রতিটি অফিসকে স্বতস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- নিয়মিত ওয়েবসাইট আপডেটকরণ, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বই-পুস্তক, লিফলেট, বুকলেট, সিটিজেনচার্টার, বিলবোর্ড ইত্যাদির প্রকাশ। এ কাজটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে তথ্য চাওয়ার আগেই জনগণ প্রার্থিত তথ্য খুঁজে পেতে পারে।

আনন্দের কথা যে, অনেক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন অফিস স্বতস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশের উদ্যোগগ্রহণ করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকাপালন করে যাচ্ছে। রাজধানীর বাইরে রাজশাহী জেলাধীন পবা উপজেলা প্রশাসন এমনই একটি ভালো কাজ করেছে, যা আমাদের সবার জন্য অনুসরণযোগ্য হতে পারে। আসুন প্রতিটি অফিসে আমরাও স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশে এগিয়ে আসি এবং দেশের জনগণকে ক্ষমতায়িত করি।

তথ্য কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম
(স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ)

১) প্রতিমাসে ২টি করে বিচারিক ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা।
২) বিচারিক ট্রাইব্যুনাল পরিচালনার আগে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ বাছাইপূর্বক আমলে নেয়া।
৩) আমলে গৃহীত অভিযোগের ভিত্তিতে দু'পক্ষের নিকট যথারীতি সমনপ্রেরণ।
৪) প্রতিমাসে বিচারিক রায়সমূহ সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ।
৫) প্রতিমাসে তথ্য অধিকারবিষয়ক সাংবাদিক প্রশিক্ষণের আয়োজন।
৬) প্রতিমাসে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান।
৭) তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেটসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাটা হালনাগাদকরণ।
৮) তিনমাস পরপর "নিউজলেটার" নামে একটি নিয়মিত ত্রৈমাসিক বুলেটিনপ্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণ।
৯) নিয়মিত মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে জনগণকে গণসচেতনতামূলক বার্তাপ্রেরণ।
১০) প্রতিমাসে অন্ততঃ ৫টি জেলা/উপজেলায় তথ্য অধিকারসংক্রান্ত জনঅবহিতকরণ সভাসহ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
১১) রাজধানীর বিভিন্ন ট্রেইনিং প্রতিষ্ঠানের তথ্য অধিকারবিষয়ক সেশনে রিসোর্স পারসন প্রেরণ।
১২) প্রতিবছর কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদনপ্রকাশ এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ। (চলবে)

তথ্য কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম: ২০১১-২০১৩

শাহ্ আলম বাদশা

বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে- দেশের সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতিরোধের লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" পাশ ও কার্যকর করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারীকৃত তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ-২০০৮কে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সরকার আইনে পরিণত করে। অতঃপর ২০০৯ সালের পয়লা জুলাই তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করে আইনটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠন করা হয় একটি "তিনসদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন"।

দেশের অন্যান্য স্বাধীন কমিশন এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে- তথ্য কমিশনই হচ্ছে একমাত্র আধাবিচারিক ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান, যে ক্ষমতা অন্য কোনো কমিশনের নেই। এমনকি বিচারিক প্রশ্নে তথ্য কমিশনকে এতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের রায়ই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং এ রায়কে অন্য কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। অর্থাৎ তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেমন আপিল করা যায় না, তেমনি তা রিভিউয়েরও কোনো সুযোগ নেই। তবে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক হাইকোর্টে শুধুমাত্র রিট মামলা দায়ের করা যায়।

আর তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো- এটি জনগণকে ক্ষমতায়িত করার সবচে বড় ও শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। কারণ অন্যান্য সকল আইনদ্বারা সরকার বা প্রশাসন কর্তৃক জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা হলেও, একমাত্র তথ্য অধিকার আইনে জনগণই প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক বা উৎস" একথাটির হুবহু ও সরাসরি প্রতিফলন ঘটেছে কেবল তথ্য অধিকার আইনেই। এ আইন জনগণকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করেছে যে, জনগণ দেশের কোনো দপ্তরের নোটসীট ব্যতীত যেকোনো তথ্যজানার অধিকার প্রয়োগ করে প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা যেমন নিশ্চিত করতে পারে, তেমনি দুর্নীতিরোধেও সরাসরি ভূমিকা পালন করতে ক্ষমতাবান।

০৪/০৮/২০১৩ তারিখের শুনানীগ্রহণকারী দু'সদস্যের বিচারিক প্যানেল

তাই তথ্য কমিশনের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে- জনগণের অর্থে পরিচালিত দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের যেকোনো তথ্যজানা এবং প্রাপ্তির আইনগত অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ফর্মেটে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পর আপীল করেও যদি কেউ কাঙ্ক্ষিত তথ্য না পায়, তবে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগদায়ের করা যায়। অভিযোগপ্রাপ্তির পর কমিশন সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষকেই সমনজারি করে থাকে এবং উভয়পক্ষের শুনানীগ্রহণের মাধ্যমে তথ্যবঞ্চিত জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

তথ্য কমিশন প্রথম বিচারিক কার্যক্রম শুরু করে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কমিশনে সর্বমোট ৫১৩টি অভিযোগদায়ের হয়। এর মধ্যে ৫০৭টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য কমিশন বিচারিক কার্যক্রম শুরুর পর অভিযোগনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তিনবছরে প্রায় ৯৯% সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

৩০/১২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিচারিককার্যের একটি দৃশ্য

তথ্যবঞ্চিত জনগণের অভিযোগনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিগত ৩ বছরে যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্তও প্রদান করেছে তথ্য কমিশন, যা মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে তথ্যপ্রার্থীকে সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদেশভ্রমণবিষয়ক তথ্যপ্রদান, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলসমূহের আয়ব্যয়ের রিপোর্টপ্রদান, পিএসসি বা সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষার্থীকে লিখিত নম্বরের পাশাপাশি ভাইভার নম্বরপ্রদান, এনজিও প্রশিকা কর্তৃক চাকরীচ্যুত মৈত্রেয়ী চাকমা ও মানসী চাকমাকে জিপিফান্ডের তথ্যসহ জিপিএফ এর অর্থপ্রদান, খুলনার চিংড়ীচাষীদের নূন্যতম মজুরি, বিভিন্ন এলাকার খাসজমির পরিমাণ এবং জমির নামজারিসংক্রান্ত তথ্যপ্রদানের রায়প্রদান উল্লেখযোগ্য।

০৪/০৭/২০১১ তারিখের শুনানীতে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা

এছাড়াও প্রার্থিত তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন, হয়রানীকরণ এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রদানের অভিযোগেও তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত একাধিক কর্মকর্তাকে জরিমানাসহ তিরস্কার করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাঃ গোলাম মোস্তফা কর্তৃক তথ্যপ্রার্থীকে হয়রানীকরণ এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রদানের অপরাধে একহাজার টাকা এবং তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনের অপরাধে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বা পিআইও আবদুল বাতেনকে পাঁচশত টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত।

উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী তথ্য না দেয়ায় তথ্য কমিশন বেশকিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানার দণ্ডাদেশ বা তথ্যপ্রদানের নির্দেশ দেয়ায় কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৩ সাল পর্যন্ত হাইকোর্টে মোট ৫টি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। তন্মধ্যে একহাজার টাকা জরিমানার দণ্ডপ্রাপ্ত ডাঃ গোলাম মোস্তফার রিটটি খারিজ করে কমিশনের সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।

সুতরাং তথ্য কমিশন মনে করে, জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যতবেশী জানবেন, ততবেশীই তারা ক্ষমতায়িত হবেন। আর তথ্যজানা ও প্রাপ্তির আইনগত অধিকার যতবেশী প্রয়োগ করবেন, প্রশাসনের দুর্নীতি ততোই কমে যাবে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতাও বাড়বে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯
(২০০৯ সনের ২০ নং আইন)
(পূর্বপ্রকাশের পর)

৮। তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ।–(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা ঃ–

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে,উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্যপ্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পরিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

৯। তথ্যপ্রদান পদ্ধতি।–(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধপ্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০(বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্যপ্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্যপ্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদনপ্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধপ্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্যসরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্যনির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন–তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউটসংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্যনির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্যপ্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তী উক্তরূপ অনুরোধপ্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্যপ্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্যপ্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্যলাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্যসরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্যপ্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তনিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্যসরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্যপ্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপকার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্যসরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্যপ্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন। (চলবে)

জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন

নূরুন নাহার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তার বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও আমাদের নজরে আসছে। এই আইনের সুফল ও কুফল নিয়ে অবশ্য বিতর্ক থাকতে পারে। তবে প্রতিটি আইন প্রণীত হয় জনগণের কল্যাণের জন্য। আবার আইনের সঠিক বাস্তবায়নে সহায়তা করার ক্ষেত্রে জনগণের ওপরও কিছুটা দায়িত্ব বর্তায়। তাই জনগণকে এ আইন সম্পর্কে সবসময় হালনাগাদ ও সচেতন থাকতে হবে। সচেতনতার অভাবে আইন প্রয়োগ ব্যাহত হয়। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হলেও জনগণ এই আইন সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়। জনগণ নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে চাইলে নিজ অধিকার সংক্রান্ত ও অধিকার বাস্তবায়নে যে সকল আইন রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তবে মজার ব্যাপার হলো- অনেকেই জানেন না যে, তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন যেটি জনগণই প্রয়োগ করে কর্তৃপক্ষের ওপর।

তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী অনেকেরই এ আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য নয় এমন তথ্যের জন্যও তারা আবেদন করে থাকেন। আইনানুযায়ী সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চাওয়া হয় না বরং অবান্তর, মনগড়া তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়। অন্যদিকে, তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনকারী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র দাখিল করা হলে অনেক ক্ষেত্রে সে আবেদন গ্রহণ করা হয় না এবং তাকে এই আইন সম্পর্কে কটূক্তি শুনতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তথ্যপ্রদান থেকে বিরত থাকেন বলেই এমনটি হয়।

সংক্ষুব্ধ অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর কমিশনের ট্রাইবুনালে হাজির হবার জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)কে সমন জারী করা হলে সেক্ষেত্রেও কমিশনকে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের পর তার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন। কমিশনে হাজির হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে হবে, সেটিকে গুরুত্ব দেয়না। বরং নিজের অসুস্থতা, পরিবারের অন্য কারো অসুস্থতা, বয়োবৃদ্ধতা, পথঘাটের অভাব বা দরিদ্রতা ইত্যাদির উল্লেখ করে এ সম্পর্কিত কোন প্রমানাদি দাখিলছাড়াই শুনানীতে গরহাজির থাকেন, যা আইনসম্মত নয়। একইভাবে অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সমনের কপি না পাওয়া, অতিরিক্ত কাজের চাপ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি না পাওয়া কিংবা কমিশনের ট্রাইবুনালে উপস্থিত না হলে কিছুই হবে না- এজাতীয় মনোভাবের কারণেও শুনানীতে গরহাজির থাকেন। এক পক্ষের অনুপস্থিতিতে অন্যপক্ষ শুনানীতে হাজির হয়ে যেন হয়রানির শিকার না হন, সেজন্যেই নতুন আইন হিসেবে এবং মানবিক কারণে জনগণকে সচেতন করতেই আপাততঃ অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষগণকে বারংবার ফোনে যোগাযোগ করে তাদের শুনানীতে হাজিরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছে তথ্য কমিশন। কিন্তু কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সমন পাবার পর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কমিশনের শুনানীতে উভয়পক্ষের হাজির হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তথ্য কমিশন হচ্ছে আধা-বিচারিক (Quasi-Judicial) ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন। এখানে রীতিমত বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

তবে অনেকক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যথাযথভাবে তথ্যপ্রদান করলেও তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। স্বতস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশের অংশ হিসেবে কিছু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে তথ্যসংরক্ষিত থাকার পরও সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিচারকার্যের একটি দৃশ্য

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫ অনুযায়ী তথ্যসংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং ধারা-৬ অনুযায়ী তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থগ্রহণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তথাপি অনেক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তথ্যসংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি স্বতস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখিয়ে যাচ্ছেন।এ কারণে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে যায়। এছাড়া তথ্যপ্রদানের ক্ষেত্রে অযথা কালক্ষেপণ এবং আইনের অপব্যাখ্যা প্রদান করে তথ্যপ্রদান না করায় অনেক আবেদনকারী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নিজেকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রত্যাশী ব্যক্তি তার তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট যথাযথভাবে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন উপস্থাপন করবেন; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও (আরটিআই) এটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যপ্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন বলে আমরা আশা করি। এটির ব্যত্যয় ঘটলে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতাবলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অথবা প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থগ্রহণ করতে পারে। আর তথ্য কমিশনের প্রদত্ত সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত বা বাধ্যতামূলক, যা সকলের জন্য আবশ্যক।

(লেখক ঃ তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)

(১১শ পৃষ্ঠার পর)

এ আইন জনগণকে ক্ষমতায়নের প্রকৃতস্বাদ পাইয়ে দিচ্ছে এবং জনগণ এখন অবাধেই তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারছেন-এতেই এর সার্থকতা বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মোহাম্মদ ফারুক ধারা-৭ এর উল্লেখ করে আরো বলেন, অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই তথ্যপ্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে ধারা-৭কে আরো সময়োপযোগী করলে এর অপব্যবহার করার সুযোগ কমবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আব্দুল জলিল, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মাহবুব হাকিম, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান প্রমুখ। এতে মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন এমআরডিআই এর এডভাইজার (প্রগ্রাম অপারেশন্স) তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার।

বিভাগীয় কমিশনার **মোঃ আব্দুল জলিল** বলেন, দেশটা জনগণের তাই দেশের সকল তথ্যও জনগণের। কেউ যেন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ধারা ব্যবহার করে জনগণকে তথ্যবঞ্চিত না করে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্য কমিশনের সচিব **মোঃ ফরহাদ হোসেন** বলেন, তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৭ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই ধারার মধ্যে যদি এমন কোন বিষয় থেকে যায়, যা জনগণের তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে তা দূর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি এই ধারার বিধানগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ।

গোলটেবিলে খুলনা বিভাগ ও জেলার সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্নস্তরের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

An analysis on exemption from disclosure of information in different countries

Md Saifullahil Azam

তথ্য কমিশন

The Right to Information Act is enacted in different names in different countries in different times to make provision for ensuring free flow of information and people's right to information. If people's right to information is ensured, the transparency and accountability of public, autonomous and statutory organizations and of other private institutions constituted or run by government or foreign fund corruption of the same shall decrease and good governance shall be established.

Sweden's Freedom of the Press Act (FOPA) 1766 is widely considered the oldest piece of freedom of information legislation in the world. It took exactly 200 years to cross the Atlantic Ocean i.e the united States of America enacted the law in 1966 as Freedom of Information Act (FOIA). In the subcontinent this kind of law was adopted first in Pakistan in 2002. India enacted the law in 2005 as Right to Information Act.

Bangladesh enacted the law in 2009 as Right to Information Act in the very first session of 9th parliament. Under this Act, with some exceptions, the authority is bound to provide with the information requested for.

In Sweden the right of access may be restricted only if restriction is necessary having regard to 7 categories while the USA have 9 categories of exemptions. Exemptions provide protection for 10 categories of information in India while the RTI's exemptions provide protection for 20 categories in Bangladesh. A schedule vide section 32 also enumerates that the provisions of the RTI Act would not apply (except with regard to information pertaining to corruption and violation of human rights) pertaining to certain state security and intelligence agencies involved in state security and intelligence gathering.

Some exemptions are common in all four countries like information relating to the security, integrity and sovereignty of the state or its relation with another state, information that is prohibited from disclosure by competent court of law, trade secrets and other confidential commercial information, information that would invade someone's personal privacy, information which would impede the interest of preventing or prosecuting crime, information having regard to the economic interest of the public institution, information compiled for law enforcement purposes.

Sweden's Freedom of the Press Act (FOPA) restricts the right of access if necessary having regard to the prevention of animal or plant species which seems unique while FOIA of United States of America restricts the right of access to geological information on wells. Moreover, the FOIA does not apply to congress, the courts, or the inner office of the White House, nor does it apply to records in the custody of state or local governments. However, all state governments have their own statutes that provide procedures for access to state records.

India's RIT Act, 2005 and Bangladesh's RTI Act, 2009 have almost similar exemptions especially relating to the information, the disclosure of which would cause a breach of special privilege of the parliament, document including summaries to be placed before the cabinet and information relating to discussion and decision of such meetings.

Access has been restricted with regard to information about issues falling under the core areas state security, foreign policy, privacy, business secrets and professional confidence. One reason for restriction is that the personal data obtained in the course of government work need to be protected because of its sensitivity. The operation of authorities can also not be wholly public in matters dealing with national security or crime prevention.

These exceptions to the rule are being thoroughly examined in different countries, which detail what government agencies can keep secret, what type of document, under what circumstances and towards whom.

In case of RTI Act of Bangladesh being unhappy with government and non-government decision not to disclose requested information, requesters may complain to the Information Commission who will then give its decision on the subject. Both complaints and decisions are public documents under the RTI Act.

In July 2009 a new law on people's right to know public information came into operation. The purpose of the law is to give citizens better opportunities to understand how public sector works and uses public money. Another important purpose is to make public institutions accountable, transparent so that corruption shall decrease and good governance shall establish.

[Writer: Working as Director (Research, Publication and Training) at Information Commission, Dhaka, Bangladesh]

বিশেষ ঘোষণা

তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের ওয়েবসাইট: www.infocom.gov.bd-তে সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম-ঠিকানা ও ফোননম্বর নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী যারা নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম-ঠিকানা ও ফোননম্বর এখনো তথ্য কমিশনে পাঠাননি, তাদের তা দ্রুত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আর আবেদনকারীদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে, সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের অভাবে আপনার তথ্যপ্রাপ্তি অনিশ্চিত ও বিলম্বিত হতে পারে। কমিশনে আগত এ ধরণের অভিযোগ আমলেও নেয়া হচ্ছেনা। তাই এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। – সম্পাদক

তথ্য কমিশন সংবাদ

আইনমন্ত্রণালয়ের মতামত

বেসরকারী ব্যাংকও তথ্যপ্রদানে বাধ্য

ঢাকা, ২১ জানুয়ারি,২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা-২(ক) ও (খ) অনুযায়ী দেশের সরকারী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি সকল বেসরকারী ব্যাংকও তথ্যপ্রদান ইউনিট এবং তথ্যপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সম্প্রতি তথ্যপ্রদানে অনীহার কারণে তথ্য কমিশনে রাজশাহীস্থ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানীতে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী বেসরকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃপক্ষ কিনা-এমন বিতর্ক সৃষ্ট হয়। এব্যাপারে আইনমন্ত্রণালয়ের মতামত ও ব্যাখ্যা চাওয়া হলে আইনমন্ত্রণালয় (২০ জানুয়ারি) তথ্য কমিশনকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। সুতরাং সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকসমূহের কাছেও যে কেউ তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফর্মেট (ক ও গ-ফর্ম) অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে এবং আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ প্রার্থিত তথ্যপ্রদানে বাধ্য থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা-১০ অনুযায়ী এই ধারা কার্যকরের (০১/০৭/২০০৯খ্রিঃ তারিখের) পর পূর্বে বিদ্যমান এবং পরবর্তীতে সৃষ্ট প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের জন্য ৬০ দিনের মধ্যেই নিজ নিজ দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগদান বাধ্যতামূলক।

এব্যাপারে তথ্য কমিশন প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের মাধ্যমে প্রতিটি তথ্যপ্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার পত্রপ্রেরণ করেছে। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, ৫ বছর অতিবাহিত হলেও অনেক কর্তৃপক্ষই তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর উক্ত বিধি ভঙ্গ করে চলেছেন।

তথ্য অধিকার আইনে ১৫টি অভিযোগের শুনানী

৩১ ডিসেম্বর-২০১৩ পর্যন্ত ৫১৩টি অভিযোগের ৫০৭টি নিষ্পত্তি

ঢাকা, জানুয়ারি ২৮, ২০১৪: মঙ্গলবার তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে তথ্যবঞ্চিত ৭জন অভিযোগকারীর শুনানীশেষে সব ক'টি অভিযোগেরই তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ২৭ জানুয়ারি সোমবারও ৮টি অভিযোগের শুনানীশেষে ৭টির নিষ্পত্তি করা হয়।

বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং সাবেক সচিব তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের।

২৮/০১/২০১৪ তারিখের শুনানীতে সমনপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা

নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- গাজীপুরের দৈনিক বুক সংবাদের সম্পাদক কর্তৃক গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিবের কাছে টেন্ডার আহ্বানসংক্রান্ত তথ্য, ঢাকার সাংবাদিক দেলাওয়ার বিন সিরাজ কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপকের নিকট ব্যাংকের ঋণবিষয়ক তথ্য, ঢাকার কুতুব উদ্দিন কর্তৃক কৃষিমন্ত্রণালয়ের উপসচিবের কাছে সরকার কর্তৃক ব্রাজিলের কৃষিজমি লিজসংক্রান্ত তথ্য, বরিশালের আব্দুল হাকিম কর্তৃক চট্টগ্রামের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রার্থীর চাকরিসংক্রান্ততথ্য, ঢাকার ছাদেক চৌধুরী কর্তৃক জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়ের উপসচিবের কাছে একটি তদন্তপ্রতিবেদনের কপি, সাভারের প্রথম আলোর সাংবাদিক অরূপ রায় কর্তৃক বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি প্রকল্পের তথ্যাদি।

০৩/০৩/২০১৪ তারিখের শুনানীতে অভিযুক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও বাদী (বাম থেকে)

উল্লেখ্য, কমিশন ২০১১ সালে আধাবিচারিক কার্যক্রম শুরুর পর ২০১৩ সালের৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৫১৩টি অভিযোগের মধ্যে ৫০৭টি নিষ্পত্তি করেছে, যা শতকরার হিসেবে প্রায় ৯৯ভাগ।

তথ্য কমিশন কর্তৃক মডেল জেলার কার্যক্রম শুরু

ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪: তথ্য কমিশন ঘরে ঘরে তথ্য অধিকার আইনের বার্তা পৌঁছানোর পাশাপাশি আইনটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের ৭ বিভাগের ৭টি জেলাকে মডেল জেলায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কুমিল্লা মডেল জেলা কার্যক্রমের উদ্বোধনীতে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান তথ্য কমিশনার

এই পাইলট কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলাকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। জেলাপ্রশাসক

তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে কুমিল্লার নজরুল ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এ পাইলট কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক।

পরিকল্পনানুযায়ী নির্বাচিত জেলার জেলা-উপজেলাপর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সরকারী কর্মকর্তাগণ, ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান (ও আপীল কর্তৃপক্ষ), ইউনিয়ন সচিব (ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), সাংবাদিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, ইমাম, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডার ধর্মীয় নেতাদেরও প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচিত ব্যক্তিদের ১৬ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৬/২/২০১৪ তারিখে কুমিল্লার মডেল জেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের একাংশ

পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমন্বয়ক ও তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপপরিচালক (প্রশাসন) ডঃ মোঃ আব্দুল হাকিম, প্রধান তথ্য কমিশনারের পিএস মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনসহ নির্বাচিত প্রশিক্ষকগণ এ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকসহ প্রশিক্ষক ও আলোচকগণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য কমিশনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তার আশ্বাস

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪: মঙ্গলবার তিনসদস্যের বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১১/০২/২০১৪ ই তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন

তারা জনগণের সাথে সরকারের সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে কমিশনের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনার ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল তথ্য কমিশনের বিচারিক কার্যক্রমসহ যাবতীয় তৎপরতা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে আগ্রহপ্রকাশ করেন। তারা তথ্য কমিশনের কাজে সহায়তারও আশ্বাস দেন।

বিশ্বব্যাংকের তিনসদস্য হলেন-টাস্ক টিমলিডার ট্রেসি ম্যারি লেন (Tracey Marie Lane), পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট বিক্রম কে, চাঁদ (Vikram K. Chand) ও বিশ্বব্যাংকের কনসালটেন্ট ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান।

এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে তথ্য কমিশনারদ্বয় যথাক্রমে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম এবং কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংক, তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত কর্মশালা
তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত ৫সদস্যের সুপারিশকমিটি

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪: বিশ্বব্যাংক, তথ্য কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এক কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে আজ বুধবার একটি ৫সদস্যবিশিষ্ট সুপারিশ-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গঠিত কমিটি আলোচ্যবিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের সুপারিশমালা প্রণয়ন করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার বিষয়ে কর্মশালায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কর্মশালায় "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা" বিষয়ে বক্তাগণ তাদের মতামত ও সুপারিশ উপস্থাপন করেন এবং এ আইন বাস্তবায়নে সম্ভাবনাময় দিক ছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের সভাপতিত্বে হোটেল রূপসী বাংলায় অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিমলিডার ট্রেসি ম্যারি লেন (Tracey Marie Lane), পাবলিক সেক্টর স্পেশালিস্ট বিক্রম কে, চাঁদ (Vikram K. Chand), ডিএফআইডি'র টিম লিডার রিচার্ড বাটার ওয়ার্থ ও বিশ্ব ব্যাংকের কনসালটেন্ট ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান অংশগ্রহণ করেন।

১২.০২.২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশন, বিশ্বব্যাংক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত কর্মশালা

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া।

এছাড়াও দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মেসবাহ উল আলম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, কৃষিসচিব ডঃ এস এম নাজমুল ইসলাম, এলজিআরডি সচিব মোঃ মঞ্জুর হোসেন, মহাহিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মাসুদ আহমেদ, তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম এবং কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইফতেখারুজ্জামান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশ নেন।

৫২৩ সাংবাদিক ও ২৯১ সাব-এডিটরের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪: সোমবার তথ্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় দৈনিকের ৮ম ব্যাচে ৪৭ জন সাব এডিটরের তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এর আগে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২৩ জন অনলাইন সাংবাদিকের ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯টি ব্যাচে মোট ২৯১ জন সাব-এডিটর এবং ১ম ব্যাচে ২৩ জন অনলাইন সাংবাদিককে তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। এর আগে, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটির প্রায় ৫০০ সাংবাদিককেও প্রশিক্ষণ দেয় তথ্য কমিশন।

এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে

সাংবাদিকদের অধিকতর সচেতন করে তোলা এবং তথ্য কমিশনের কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি।

২০/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অনলাইন সাংবাদিকের ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ

দু'পর্বের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম এবং তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২য় পর্বে সাংবাদিকগণ মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। তারা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহপ্রদর্শন এবং তথ্য কমিশনের কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

দৈনিক পত্রিকার সাব এডিটদেরর প্রশিক্ষণের একাংশ

ধারাবাহিক এসব প্রশিক্ষনে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনারদ্বয় যথাক্রমে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, সাবেক সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) ও (প্রশিক্ষণ) যথাক্রমে মোঃ আব্দুল করিম ও মোঃ সাইফুল্লাহিল আজমসহ বিভিন্ন রিসোর্স পারসন প্রশিক্ষণপ্রদান করেন।

প্রশিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং স্ব-স্ব দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতানিশ্চিতকরণ ও দুর্নীতিরোধের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে আহ্বান জানান।

তথ্য অধিকার আইনে বিচারিক কার্যক্রম

৭টি অভিযোগের ৪টি নিষ্পত্তি, ৩টির সময়প্রার্থনা

ঢাকা, ০৩ মার্চ, ২০১৪: সোমবার তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে তথ্যবঞ্চিত ৭জন অভিযোগকারীর অভিযোগের শুনানীশেষে তাদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ৪টি অভিযোগের তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হয়। ট্রাইব্যুনাল সময়প্রার্থনা মঞ্জুর করে বাকী ৩টি অভিযোগের শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে।

অভিযোগকারী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

০৩/০৩/২০১৪ তারিখের শুনানীতে অভিযুক্ত FSI ব্যাংকের ম্যানেজার ও বাদী(বাম থেকে)

নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মুনিরাবাদ সুফিয়া একরামিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক একই উপজেলার অভিযোগকারী আবু মুছাকে তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতি এবং হয়রানীর অপরাধে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে অভিযোগকারীকে পথখরচাবাবদ ১২৫০টাকা প্রদানসহ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যপ্রদানের নির্দেশ দেয়। অপরদিকে, রাজশাহী ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারী ফাহমিদা মাহবুব, কিশোরগঞ্জ জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক কিশোরগঞ্জের মাওলানা ক্বারি ইলিয়াস এবং সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক একই জেলার আশরাফুল ইসলাম জয়কে প্রার্থিত তথ্যপ্রদানের নির্দেশ দিয়ে অভিযোগগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়।

উল্লেখ্য, কমিশন ২০১১ সালে আধাবিচারিক কার্যক্রম শুরুর পর ২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫১৩টি অভিযোগের মধ্যে ৫০৭টি নিষ্পত্তি করে এবং ২০১৪ সালে এ পর্যন্ত২৪টি অভিযোগের মধ্যে ২১টির নিষ্পত্তি করলো।

খুলনায় তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা বিষয়ক গোলটেবিল

এ আইন জনগণকে ক্ষমতায়নের স্বাদ পাইয়ে দিচ্ছে– প্রধান তথ্য কমিশনার

খুলনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪: তথ্য অধিকার আইনের ৭ নং ধারা অনুযায়ী "কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়" বিষয়ে তথ্য কমিশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও এমারজিআই এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন– ধারা-৭ প্রয়োগে তথ্যপ্রাপ্তি এবং প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায়ই নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা জনস্বার্থেই ধারাটির কিছু সংশোধনীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন- একেবারেই নতুন আইন হিসেবে এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে। কিন্তু আইনটির মাধ্যমে এখন যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, তাও অস্বীকার করা যায় না।

২৮/০২/২০১৪ তারিখে খুলনায় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছেন

(এরপর ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক: শাহ আলম বাদশা, যোগাযোগ: E-mail: shahalambadsha@yahoo.com , Phone: 029137332
প্রকাশনায়: তথ্য কমিশন, এফ-৪/এ, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা। www.infocom.gov.bd